ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধারণাপত্র

আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৬
জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়নে দুর্জয় তারুণ্য

তারুণ্য দুর্জয়, অদম্য, অপ্রতিরোধ্য। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বেশকিছু দেশে আমরা নতুন করে তারুণ্যের এই দুর্জয় শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছি। বিশ্বের আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের যত ইতিবাচক অর্জন ও সাফল্যের ইতিহাস, তার অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছে তরুণ ও যুব সমাজ। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে তরুণদের সংখ্যা ১.২ বিলিয়ন।[১] এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অমিত সম্ভাবনাময় বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবসের প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের ধারণাটি ১৯৯১ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিশ্ব যুব ফোরামের প্রথম অধিবেশনে সমবেত তরুণদের কাছ থেকে আসে। ফোরামটি থেকে প্রথমবারের মত জাতিসংঘের ব্যানারে বিশ্বব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের ঘোষণা করার সুপারিশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৮ সালে যুববিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বিশ্ব সম্মেলনে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসেবে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এই সুপারিশ অনুমোদন করে এবং ২০০০ সালে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত হয়।[২]

ভিন্ন পেক্ষাপট, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা

জলবায়ু পরিবর্তন যেমন কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমানা মেনে চলে না, তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবও নির্দিষ্ট একক কোনো দেশকে প্রভাবিত করছে না। বরং বিশ্বের প্রতিটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাৎসরিক আনুমানিক ১.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হারাচ্ছে। জিডিপির হিসাবে বিশ্বব্যাপী এই ক্ষতির পরিমাণ ৬.৩ শতাংশ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই ক্ষতির গড় হার ৮.৩ শতাংশ। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের অসমানুপাতিক বোঝা অনেক বেশি।[৩]

সঞ্জাত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্বিপাক, বিশেষ করে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস জীববৈচিত্র্য ধ্বংসসহ অবকাঠামোগত ক্ষতি, উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রের তরুণদের শিক্ষাজীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং কর্মসংস্থানের গন্ডিকে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত করছে। বৈশ্বিকপর্যায়ে এই ক্ষতিগ্রস্ত তরুণ সমাজ ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান করলেও তাদের আত্মমর্যাদা বোধ, সমান সুযোগ-সুবিধা ও সমঅধিকার এবং একটি নিরাপদ পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষা যেমন অভিন্ন। তেমনিভাবে কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে তরুণদের চ্যালেঞ্জও একই রকমের, যা তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্বপ্নপূরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত। আর তাই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও অভিযোজনসহ টেকসই বিশ্ব বিনির্মাণের স্বার্থে তরুণদের শুধু নিষ্ক্রিয় উপকারভোগী মনে না করে, তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ, উদ্ভাবন ও প্রচেষ্টাকে মূল্যায়নসহ তাদের জীবনঘনিষ্ট বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালনের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Different Contexts, Common Aspirations," অর্থাৎ ''ভিন্ন প্রেক্ষাপট, অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা''। যার মূল বার্তা হচ্ছে ভৌগোলিক ও সামাজিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সকল তরুণের নিরাপদ ও সমতাভিত্তিক ভবিষ্যতের অধিকার অভিন্ন।[৪]

---

[১] https://www.un.org/en/global-issues/youth
[২] https://www.timeanddate.com/holidays/un/international-youth-day
[৩] https://www.udel.edu/content/dam/udelImages/ceoe/climate-hub/Report-Loss_and_Damage_Today.pdf
[৪] https://social.desa.un.org/sites/default/files/2026-07/IYD2026-ConceptNote.pdf

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ও বাংলাদেশের যুব জনগোষ্ঠী

দেশের ৪ ভাগের ১ ভাগ জনগোষ্ঠী তরুণ, অর্থাৎ আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনমিতির হিসাবে সুবিধা অর্জনের সম্ভাবনাময় অবস্থানে আছি। কিন্তু শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী বেকারের সংখ্যা ৩৮ লাখ।[৫] এই বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ একদিকে যেমন মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব ও বেকারত্বের কশাঘাতে জর্জরিত অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের সরাসরি ভুক্তভোগী। অন্যভাবে বললে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার মাত্রা বেড়ে তরুণদের জীবন-জীবিকাকে আরো বেশি কঠিন করে তুলছে। এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৭৮ শতাংশ তরুণের শিক্ষাজীবন জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা কোনো না কোনোভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং সৃষ্ট বন্যায় ২৫ শতাংশ তরুণদের স্কুল ড্রপ-আউটের ঘটনা ঘটেছে।[৬]

তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার তুলনায় তরুণদের আধুনিক ও কারিগরি ক্ষমতার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে এবং দেশে পরিবেশবান্ধব সবুজ কর্মসংস্থানের সুযোগও অত্যন্ত সীমিত।[৭] সবুজ অর্থনীতির রূপান্তরে প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশের তরুণরা কর্মসংস্থানের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ছে। এ ছাড়া নারী, আদিবাসী এবং প্রতিবন্ধী তরুণরা শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব সমস্যা তীব্র হয়েছে।[৮] ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মোট কৃষি জিডিপির এক-তৃতীয়াংশ হারিয়ে যেতে পারে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ১ কোটি ৩০ লাখের বেশি মানুষের দেশীয় সীমানার মধ্যে বাস্তুচ্যুতি ঘটতে পারে।[৯] যার সরাসরি প্রভাব পড়বে এদেশের তরুণ সমাজের ওপর। সবকিছুর পরেও দেশের ৯৪ শতাংশ তরুণ উপযুক্ত সহায়তা পেলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় স্থানীয়ভাবে কাজ করতে আগ্রহী।[১০]

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশের যুব সমাজ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৫টি সরাসরি তরুণদের জীবনঘনিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা-৪, যেখানে সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; ৫-এ জেন্ডার সমতা অর্জন; ৮-এ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি; ১৩-তে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ এবং লক্ষ্যমাত্রা-১৬ তে শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি অর্জনবিষয়ক ট্র্যাকারের তথ্য ড্যাশবোর্ড[১১] ঘেটে দেখা যায় যে, উল্লিখিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের স্থিতির গুরুত্বপূর্ণ সূচকে আমাদের অর্জন খুবই হতাশাজনক। অধিকন্তু, সম্প্রতি প্রকাশিত টিআইবির ''সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৫'' এর তথ্য অনুযায়ী খানার পক্ষে সেবা গ্রহণকারীর বয়সভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের সেবাগ্রহীতারা অন্যান্য বয়স শ্রেণির তুলনায় বেশি দুর্নীতির শিকার (৩৭ শতাংশ) হয়েছে ।[১২] অর্থাৎ আমাদের তরুণদের একটি বড় অংশ দুর্বল শ্রমবাজার, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মানসম্মত শিক্ষার অভাবের পাশাপাশি দুর্নীতি ও বেকারত্বের শিকার। একইসঙ্গে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং মেধাভিত্তিক সমপ্রতিযোগিতার অভাব তরুণদের মাঝে আস্থাহীনতা সৃষ্টি করছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল অর্জন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ও টিআইবি

টিআইবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম চালিকাশক্তি দেশের যুবসমাজ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-যুবাদের সম্পৃক্ত করে দেশের ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ও ঢাকার ১৬টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে টিআইবি বহুমুখী দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা, জনসম্পৃক্ততা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সনাক,

---

[৫] https://www.ajkerpatrika.com/national/ajponf6j71yxa
[৬] https://knowledge.unicef.org/resource/rising-challenge-youth-perspectives-climate-change-and-education-bangladesh
[৭] https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-employment-trends-youth-2024
[৮] https://bangla.dhakatribune.com/news-bulletin/92743/%E2%80%98%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%81
[৯] https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/568ad9f5-06a9-5400-ab9e-274677530800/content
[১০] https://knowledge.unicef.org/resource/rising-challenge-youth-perspectives-climate-change-and-education-bangladesh
[১১] https://sdg.gov.bd/indicator-information/yK1zpnCm5
[১২] https://ti-bangladesh.org/images/2025/report/nhs/Full-Report-on-NHS-2025-Bn.pdf?v=1.2

এসিজি ও ইয়েস সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যুব দিবস বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় যুব জনগোষ্ঠীকে মূল চালিকাশক্তি বিবেচনা করে দিবসটি উপলক্ষ্যে **টিআইবির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরুণ অংশীজনরা নিম্নোক্ত সুপারিশ উত্থাপন করছে-**

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তরুণ ও যুবসমাজকে অধিকতর ধারণা প্রদানের উদ্যোগসহ অভিঘাত মোকাবেলা ও অভিযোজনের ক্ষেত্রে তরুণদের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং এসব উদ্যোগে পর্যাপ্ত আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. বৈশ্বিক অগ্রগতি ও উদ্ভাবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়নে একটি তারুণ্যনির্ভর জাতীয় কৌশল প্রণয়ন, সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তরুণদের অর্থবহ ও সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. গ্রামীণ, প্রান্তিক এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তরুণদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মানসিক চাপ নিরসনে বিনামূল্যে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৫. আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তরুণদের আধুনিক ও কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ এবং পরিবেশবান্ধব বা সবুজ কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. বেকারত্ব দূরীকরণে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং তাদের উদ্যোগসমূহকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে পৃষ্ঠপোষকতা ও বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৭. নারী, সংখ্যালঘু, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য অনগ্রসর ও প্রান্তিক তরুণদের জন্য শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিশেষ প্রণোদনা বরাদ্দ নিশ্চিত এবং সকল প্রকার কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে হবে।

৮. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত তরুণদের দ্রুত পুনর্বাসন এবং তাদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় তরুণ সুরক্ষা তহবিল গঠন করতে হবে।

৯. সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং শুধুমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তরুণদের সমপ্রতিযোগিতার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯ ফোন: ০২-৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: ০২-৪১০২১২৭২
info@ti-bangladesh.org; www.ti-bangladesh.org; www.facebook.com/TIBangladesh